নাগরিক সংলাপ

জাতীয় উন্নয়নে অঙ্গীকার

শিক্ষা, মানসম্মত কর্মসংস্থান, জেন্ডার সমতা

দ্বিতীয় অধিবেশন-মানসম্মত কর্মসংস্থান

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

রাতিয়া রেহনুমা

রিসার্চ এসোসিয়েট, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

শনিবার ১৩ আগস্ট ২০২২, ঢাকা

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

UNDEF The United Nations Democracy Fund

সূচি

- সূচনা
- কার্যক্রমের উদ্দেশ্য
- মুক্ত আলোচনা সংগ্রহের পদ্ধতি
- ২০১৮ পূর্ববর্তী নির্বাচনে মানসম্মত কর্মসংস্থান
- ২০১৮ সালের নির্বাচনে মানসম্মত কর্মসংস্থান সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি সমূহ
- মুক্ত আলোচনা থেকে উপলব্ধি
- মুক্ত আলোচনায় উত্থাপিত সুপারিশ
- উপসংহার

সূচনা

- বাংলাদেশে প্রতিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলো প্রথাগতভাবে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। এ নির্বাচনী ইশতেহার রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, নিজ দলের আদর্শিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ঘোষণা ও ভোটারদের তথা জনগণের প্রতি তাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের একটি প্রতিচ্ছবি সম্পর্কে ধারণা দেয়।
- ইশতেহারে বর্ণিত অঙ্গীকারসমূহ যেকোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটিকে দল ও ভোটারদের মাঝে একটি লিখিত চুক্তি বলে ধরে নেওয়া যায়।
- এই চুক্তির ভিত্তিতে জনসাধারণ তাদের নির্বাচিত সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণের অগ্রগতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জবাবদিহি চাওয়া এবং মেয়াদ শেষে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি কতটুকু কার্যকর হলো এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম হয়।

সূচনা

- ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে "সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" শিরোনামে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ প্রকাশ করে।
  - এর মধ্যে ছিল ২০২১ সালের আগেই মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া
  - ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)' অর্জন
  - ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ
  - 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা' তথা ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হওয়া
  - এছাড়াও এই ইশতেহারে ৩৩ টি খাতে জোর দেওয়া হয়। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সুস্পষ্ট কর্মসূচী নিয়ে গত সারে তিন বছর ধরে এই অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার।

কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদানের বিষয়ে নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট জ্ঞান ও অভিব্যক্তি;
- নীতি আলোচনায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা; এবং
- নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদানের বিষয়ে নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে শিক্ষা, জেন্ডার সমতা এবং মানসম্মত কর্মসংস্থান এই তিনটি বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমুলক পদক্ষেপগুলো বের করে আনা।

মুক্ত আলোচনা সংগ্রহের পদ্ধতি

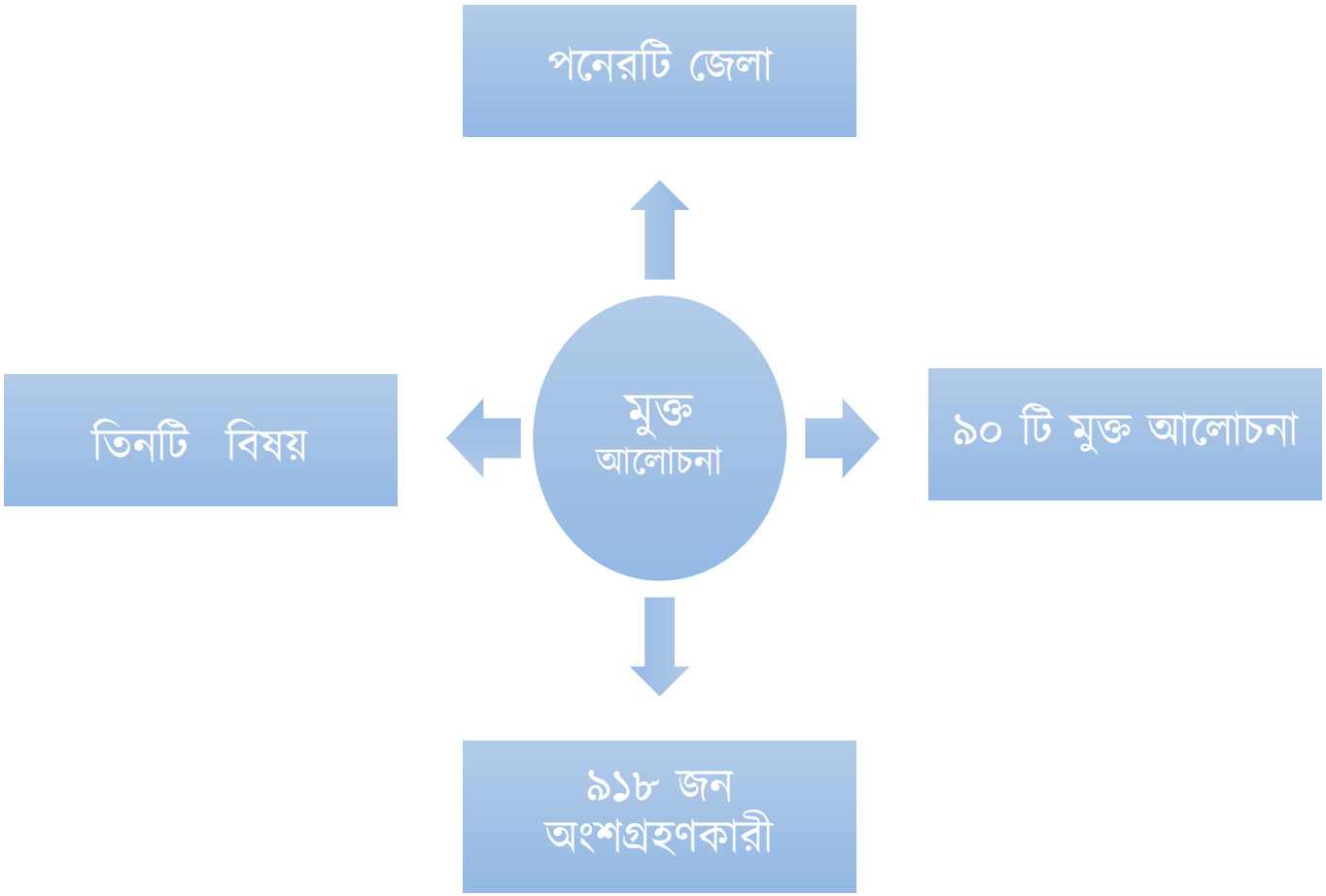

২০১৮ পূর্ববর্তী নির্বাচনে মানসম্মত কর্মসংস্থান

- ২০১৮ পূর্ববর্তী নির্বাচনী ইশতেহারে অন্যান্য কয়েকটি খাতের পাশাপাশি মানসম্মত কর্মসংস্থানেও উল্লেখযোগ্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।
  - ২০০৮ ও ২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মানসম্মত কর্মসংস্থান বিষয়ক মোট ৬০টি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।
  - ২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক ২৪টি মানসম্মত কর্মসংস্থান বিষয়ক অঙ্গীকার চিহ্নিত করা হয়েছিল অর্থাৎ মানসম্মত কর্মসংস্থান সম্পর্কিত অঙ্গীকারের ৪০ শতাংশই লক্ষ্যভিত্তিক।
  - তবে ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৪ সালের ইশতেহারে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারের সংখ্যা কম ছিল (২০০৮ সালে ৫৪ শতাংশ ও ২০১৪ সালে ২৮ শতাংশ)। অর্থনৈতিকভাবে মানসম্মত কর্মসংস্থানের গুরুত্ব বিবেচনায় সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার সংবলিত ইশতেহার প্রশংসনীয়, কেননা এর মাধ্যমে বিজয়ী দলের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর জবাবদিহি প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

২০১৮ সালের নির্বাচনে মানসম্মত কর্মসংস্থান সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি

- মানসম্মত কর্মসংস্থানের বিষয়ে এই ইশতেহারে মোট ৪৬ টি অঙ্গীকার করা হয়েছে, যা আগের নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই ইশতেহার এমন একটি সময়ে গৃহীত হয়, যখন প্রবৃদ্ধির হারের দিক থেকে বাংলাদেশ অনেকের চেয়ে এগিয়ে ছিল। কিন্তু কোভিড–১৯ অতিমারির কারণে এই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে।
- সিপিডি ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে মানসম্মত কর্মসংস্থান বিষয়ক ৪৬টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে ২৪ টি প্রতিশ্রুতি (৫২ শতাংশ) সুনির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক হিসেবে সনাক্ত করেছে।

২০১৮ সালের নির্বাচনে মানসম্মত কর্মসংস্থান সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি

- ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত মানসম্মত কর্মসংস্থান বিষয়ক অঙ্গীকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। তবে ২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের তুলনায় ২০১৮ সালের ইশতেহারে শ্রম অধিকার ও নারী–পুরুষ সমতায় যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। এবারের নির্বাচনী ইশতেহারে মানসম্মত কর্মসংস্থান বিষয়ক অঙ্গীকারের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এর একটি বড় অংশ ইতিমধ্যে গৃহীত নীতি—যেমন আর্থিক সহায়তা, ঋণ, কর অবকাশ—অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক।

প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়নের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা
১। ২০২৩ সালের মধ্যে বেকারত্বের হার ১.২ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। কৃষি, শিল্প ও সেবা কর্মসংস্থানে চাকরির হার যথাক্রমে ৩০, ২৫, ও ৪৫ শতাংশ হবে। এই সময়ের মধ্যে, ১,১০,৯০,০০০ নতুন মানুষকে কর্মশক্তিতে যুক্ত করা হবে।	বাস্তবায়ন হতে বাকি	২০২১ সালে বাংলাদেশের বেকারত্বের হার ছিল ৫.২ (আইএলও) তবে যুব বেকারত্ব ছিল ১১%, আইএলও এবং এডিবি প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২০ সালে তা প্রায় ২৫% হতে পারতো। ২০১৯ সালে তা ছিল ১১.৯%
২। প্রতিটি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকবে।	বাস্তবায়িত হচ্ছে	সারা দেশে ১১১ টি আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও উপজেলা পর্যায়ে ৪৯৮ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুবকদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বিকাশে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাছড়া দেশের প্রতিটি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য একটি প্রকল্প নিয়েছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। ‘শেখ জামাল উপজেলা যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদনকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প’ শীর্ষক এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৬ হাজার ৭৩৩ কোটি টাকা। এই কেন্দ্রগুলোকে ‘তরুণ কর্মসংস্থান কেন্দ্র’ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ৩০০টি জায়গা নির্ধারণ করা আছে।
৩। প্রতিটি উপজেলা থেকে এক হাজার যুবক বিদেশে পাঠানো হবে	বাস্তবায়ন হতে বাকি	সর্বশেষ পাওয়া ২০২২ সালের এপ্রিলের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের ৬৪ জেলা পর্যায় থেকে ৪,১৯,৩৮৪ লক্ষ শ্রমিক বিদেশে কর্মরত আছে।
৪। দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দুটি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে; ১. ‘কর্মঠ প্রকল্প’ (পরিশ্রমী প্রকল্প) ২. ‘সুদক্ষ প্রকল্প’ (দক্ষ প্রকল্প)	অগ্রগতি প্রয়োজন	আইএমইডির সর্ব সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী এই প্রকল্পের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দের তথ্য পাওয়া যায় নি
৫। ভবিষ্যতে দুই লাখ টাকা পর্যন্ত জামানতমুক্ত ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে	বাস্তবায়িত হচ্ছে	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিজস্ব তহবিল থেকে প্রতিবছর প্রায় ৪০ হাজার যুবকে ১৪৬ কোটি টাকা ঋণসহায়তা দেয়।

প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়নের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা
৬। তরুণ উদ্যোক্তা তৈরিতে ‘যুব উদ্যোক্তা নীতি’ প্রণয়ন করা হবে	বাস্তবায়ন হতে বাকি	এই ধরনের কোন প্রকল্পের উদ্যোগ নেওয়া হয় নি।
৭। প্রতিটি জেলায় একটি করে ‘যুব স্পোর্টস কমপ্লেক্স’ প্রতিষ্ঠিত হবে	অগ্রগতি প্রয়োজন	বাস্তবায়ন হতে বাকি
৮। জাতীয় সেবা কর্মসূচি প্রতিটি উপজেলায় সম্প্রসারিত হবে	বাস্তবায়ন হতে বাকি	বাস্তবায়ন হতে বাকি
৯। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের আওতায় পৃথক যুব বিভাগ গঠন করা হবে	বাস্তবায়ন হতে বাকি	বাস্তবায়ন হতে বাকি
১০। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জন্য তহবিল বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে	বাস্তবায়ন হতে বাকি	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দ ১.২% বৃদ্ধি পেলেও ২০২১-২২ অর্থবছরে তা হ্রাস পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত মোট বাজেট ছিল ১৪৭৮,৯৩,০০,০০০ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেট ১১২১,৬০,০০,০০০ টাকা।
১১। পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে আর্থিক উদ্যোগ নেওয়া হবে। বৈচিত্র্য অব্যাহত থাকবে।	বাস্তবায়িত হচ্ছে	বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশনের আওতাধীন তিনটি পাটকল আধুনিকায়ন, শেখ হাসিনা জুট-টেক্সটাইল মিল স্থাপন, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন ও বিতরণ, মৌলিক এবং ফলিত পাট গবেষণা বৃদ্ধি, জামালপুরের মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, পাটের বিবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করতে দেশীয় বাজারে খাদ্যশস্যসহ ১৯ টি পণ্যের প্যাকিংয়ে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়নের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা
১২। পর্যটন খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	বাস্তবায়ন হতে বাকি	বিপর্যটন সম্ভাবনা আছে এমন জায়গায় বিদেশি পর্যটকদের জন্য একচেটিয়া পর্যটন অঞ্চল স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালের পর থেকেই বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে ।
১৫। তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য তহবিল, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনসহ সরকারি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি	বাস্তবায়িত হচ্ছে	যুব উন্নয়নের রাজস্ব খাত ও উন্নয়ন খাত উভয় খাতেই বরাদ্দ বেড়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশব্যাপী কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের কর্মমূখী প্রশিক্ষণ পরিচালনার পরিধিও বৃদ্ধি পাচ্ছে।
১৬। ‘জয়িতা ফাউন্ডেশন’ সম্প্রসারণের মাধ্যমে মহিলাদের সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।		মহিলা উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে ১২ তলা জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ করা হচ্ছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে যেখানে ২৮,০০০ মহিলা উদ্যোক্তাকে একত্রিত করা হবে এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

মুক্ত আলোচনা থেকে উপলব্ধি

- আলোচনায় বেশিরভাগ মানুষ উল্লেখ করেছেন, তারা নিজ চাহিদা বা দাবি সরাসরি বা লিখিত আকারে প্রার্থীদের কাছে উপস্থাপন করতে পারেননি। তাদের অত্যন্ত সীমিত আকারে এসব সমস্যা উপস্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হলেও চূড়ান্ত ইশতেহারে তা প্রতিফলিত হয়নি।
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের সম্পৃক্ততা নেই। আবার এমন কোনো নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নেই, যার মাধ্যমে দলের সদস্যদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা যেতে পারে।
- অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই ইশতেহারে উল্লিখিত লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে অবগত নয়। অনেকক্ষেত্রেই ইশতেহার বলতে তারা জনপ্রতিনিধিদের মৌখিক অঙ্গীকারকেই বুঝে থাকেন।

মুক্ত আলোচনা থেকে উপলব্ধি

- অবকাঠামোগত উন্নয়নকেই অংশগ্রহণকারীরা প্রাধান্য দিয়েছেন।
- জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা ততটা অবগত নয়। স্থানীয় উন্নয়ন পদক্ষেপের বিষয়ের তাদের কাছে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে।
- নির্বাচনের পূর্বে জনপ্রতিনিধিদের কাছে স্থানীয় জনগন তাদের দাবিদাওয়া তুলে ধরতে পারলেও নির্বাচনের পরে সে সুযোগ কমে গেছে। যদিও অনেকেই সরাসরি সংসদ সদস্যদের কাছে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পেরেছেন।
- প্রশাসনিক জটিলতার কারণে গ্রামীন জনগন অনেকসময় সরকারি বিভিন্ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না।
- স্থানীয় জনগন তাদের চাহিদা সরকারের কাছে তুলে ধরার জন্য উপযুক্ত মাধ্যম খুঁজে পায় না।

মুক্ত আলোচনা থেকে উপলব্ধি

- নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।
- আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার ছিল তরুণ ও বেকারদের দক্ষতা বিকাশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ বিষয়ে যুব উন্নয়ন, সামাজিক সেবা, নারী ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ, পশুপালন, হাঁস পালন, মাছ চাষ থেকে শুরু করে হস্তশিল্প ,গ্রাফিক্স ডিজাইনিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্টসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে.
    - নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এসব প্রশিক্ষণের পরোক্ষ প্রভাব ছিল। ফলে তরুণেরা নিজেরাই উদ্যোগ নিতে ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। একইসাথে এসব প্রশিক্ষণ নারী ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।
- বিদ্যুৎ সব সময় নির্বাচনী ইশতেহারে স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ নিয়ে যেতে পেরেছে-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যার বড় প্রভাব পড়েছে।
- সরকার গৃহীত অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন নোয়াখালিতে "হিজড়া" সম্প্রদায়কে বাসস্থান ও ভাতা দেওয়া, অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

মুক্ত আলোচনায় উত্থাপিত সুপারিশ

- জনপ্রতিনিধির সঙ্গে জনগণের যোগাযোগের সুযোগ কমে গেছে। জনপ্রতিনিধির সঙ্গে জনগণের নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখার রীতি গড়ে তুলতে হবে। যোগাযোগের অভাব অনেকসময় ইশতেহার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।
- ইশতেহার নির্বাচনের পরে কতটুকু বাস্তবায়িত হলো তা নিয়ে যথাযথ মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
- নির্বাচিত হওয়ার পরে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচনী এলাকায় নিয়মিত সংলাপ ও আলোচনা সভার আয়োজন করে এলাকার মানুষের প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।
- জনগণের প্রয়োজন এবং সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে জানতে সরকার বা তার প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে অনলাইন জরিপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

মুক্ত আলোচনায় উত্থাপিত সুপারিশ

- জনগনকে উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক প্রতিষ্ঠান থেকে সহজ ঋণের ব্যাবস্থা করতে হবে। ঋণ সংক্রান্ত সকল জটিলতা দূর করতে হবে।
- সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পে স্থানীয় শ্রমিকদের অগ্রাধিকার এবং কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে।
- প্রতিটি উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে প্রশিক্ষণের মাত্রা বাড়াতে হবে এবং কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে বেকারত্ব কমাতে পদক্ষেপ নিতে হবে।
- দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতির সাথে সাথে শ্রমিকের পারিশ্রমিক বাড়াতে হবে। তার সাথে শ্রমিকের ন্যায্য পারিশ্রমিক এবং বেতনের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে হবে।
- গ্রামাঞ্চলে শিল্পনগরী স্থাপন, বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প, এবং সরকারের ৪০ দিনের একটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রামীণ জনগণের জন্য কাজের সুযোগ তৈরিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং এসব কর্মসুচির পরিধি আরও বৃদ্ধি করা উচিত।

মুক্ত আলোচনায় উত্থাপিত সুপারিশ

- সরকারি চাকরি এবং কিছু বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বেতন বৈষম্য না থাকলেও অনানুষ্ঠানিক খাতে এখনো মজুরি বৈষম্য আছে। দিনমজুর, কৃষি শ্রমিক ও অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত নারী ও পুরুষের মজুরিতে এখনো বড় ধরনের বৈষম্য আছে। একজন পুরুষ কর্মী যেখানে পাচ্ছেন ৪০০-৪৫০ টাকা, একজন নারী কর্মী সেখানে পাচ্ছেন মাত্র ২০০-২৫০ টাকা। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

উপসংহার

- বাংলাদেশে বর্তমানে নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন চর্চায় , বিশেষকরে তৃনমূল পর্যায়ে সীমিত নারগরিক সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হয়।
    - রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকরী গণতন্ত্র চর্চায় নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নে জনসম্পৃক্ততার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে।
- এছাড়াও নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নে সুনির্দিষ্টার বিশেষ ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়।
- নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতির সুনির্দিষ্টকরনের দরকার আছে
    - অপরদিকে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বিশেষ করে মানসম্মত কর্মসংস্থান বিষয়ের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় বেশ কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি থাকলেও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তা পর্যাপ্ত নয়
- এর পাশাপাশি ইশতেহার উল্লেখিত শ্রম অধিকার এবং শ্রম সুরক্ষার মত স্পর্শকাতর বিষয়গুলো সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতিগুলির বাস্তবায়নে সুনজর দেওয়ার প্রয়োজন

ধন্যবাদ